



258878 - ছোট বায়নে তালাক্ব ও বড় বায়নে তালাক্বের মধ্যে পার্থক্য এবং রজেয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালীন সময়ে ঘর থেকে বের হওয়ার বর্ধান

প্রশ্ন

ছোট বায়নে তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তার পরিবারে বাসার বাইরে রাত্রিযাপন করা জায়গে আছে কি; যদি তার চাকুরীর কারণে তাকে একই দেশে অন্য বর্ধাগে কোন একটা সমেনিরে হযরি হতে হয়? এ জন্য নয় যে, সে বাসার বাইরে থাকতে চাচ্ছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তিনি তালাক্ব দিয়ে তাহলে সটোকে বলা হয় বড় বায়নে তালাক্ব। এই প্রকারে তালাক্বের পরে অন্য কোন স্বামীর সাথে বয়ি হওয়া ছাড়া এই স্ত্রী এই স্বামীর জন্য হালাল নয়। পক্ষান্তরে, যদি তাকে প্রথম তালাক্ব দিয়ে কথিবা দ্বিতীয় তালাক্ব দিয়ে ফলে রাখা; এক পর্যায়ে তার ইদ্দতকাল শেষে হয়ে যায় কনিতু তাকে ফরিয়ি না আনে তাহলে সটোকে বলা হয় ছোট বায়নে তালাক্ব।

এর মত হলো: যদি কোন নারীকে অর্থরে বনিমিয়ে তালাক্ব দিয়ে (খুলা তালাক্ব) সক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে এই স্ত্রী তার থেকে বায়নে তথা বর্ধিছনি হয় যাবে; এমনকি যদি ইদ্দতকাল শেষে না হয় তবুও।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) আল-শারহুল মুমতী গ্রন্থে (১২/৪৬৮) বলেন:

“বাইনুনা (بينونة) হচ্ছে: বর্ধিছনি হয়ে যাওয়া। তালাক্বে বায়নে দুই প্রকার: বড় বায়নে তালাক্ব; সটো হচ্ছে তিনি তালাক্ব। ছোট বায়নে তালাক্ব; সটো হচ্ছে অর্থরে বনিমিয়ে তালাক্ব।

যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে পূর্বে দুইবার তালাক্ব দিয়ে থাকে এরপর তৃতীয়বার তালাক্ব দিয়ে আমরা বলব: এটা হচ্ছে— বড় বায়নে তালাক্ব। অর্থাৎ এই স্ত্রী এই স্বামীর জন্য অন্য কোন স্বামীর পর ছাড়া হালাল হবে না।

আর যদি কোন বনিমিয় নিয়ে স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে তাহলে সটো হল ছোট বায়নে তালাক্ব। তাহলে বায়নে মানে কী? অর্থাৎ



স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ফরিয়্যে নয়ো হালাল নয়; এমনকি সযে ফরিয়্যে নতিে চাইলেও....।

তনি আল-শারহুল মুমতী গ্রন্থে (১২/১৩০) আরও বলেন:

“বায়নে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী হচ্ছনে যযে নারী অর্থরে বনিমিয়্যে তার স্বামীর সাথে খুলা করছনে। এটীকে ছোট বায়নে তালাক্ব বলা হয় যহেতে স্বামীর জন্য খুলাকারী স্ত্রীকে ইদ্দত পালনকালীন সমযে কথিবা ইদ্দত শষে হয়যে যাওয়ার পরেও বয়্যে করা জায়যে। পক্ষান্তরে, বড় বায়নে তালাক্ব হল: যা তনি তালাক্বরে মাধ্যমযে সংঘটিতি হয়। এই আলোচনার ভতিততিে ইদ্দত পালনকারী নারী তনি প্রকার:

১। রজেয়ী তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন ইদ্দত পালনকারী নারী যাকে স্বামী নতুন কোনে বয়্যে আকদ করা ছাড়া ফরিয়্যে নতিে পারে।

২। ছোট বায়নে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন নারী যাকে বয়্যে আকদরে মাধ্যমযে স্বামী বয়্যে করতে পারে; ফরিয়্যে নয়ো নয়। অর্থাৎ স্বামী ফরিয়্যে নয়ো অধিকার রাখে না। তবে আকদরে মাধ্যমযে বয়্যে করার অধিকার রাখে। সুতরাং প্রত্যকে এমন নারী যনি নতুন বয়্যে আকদ ছাড়া স্বামীর জন্য হালাল নয় এমন নারী হচ্ছনে বায়নে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী।

৩। বড় বায়নে তালাক্বপ্রাপ্তা নারী। অর্থাৎ এমন নারী যযে নারীকে তার স্বামী তনি তালাক্বরে সর্বশষে তালাক্বটি দয়্যেছে। এই নারী সুবদিতি শর্তসাপক্ষে অনয স্বামীর ঘর করা ছাড়া তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না।”[সমাপ্ত]

দুই:

কোন নারী তালাক্বরে রজেয়ীর ইদ্দত পালন শষে করে ফলেলে তখন এই নারীর উপর তালাক্ব প্রয়োগকারী স্বামীর আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তখন এই নারী তার ঘর থেকে বরেয়্যে যতে পারনে এবং যখনে ইচ্ছা সখনে রাত্রিযাপন করতে পারনে।

আর যদি ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় থাকনে সক্ষেতেরেও রজেয়ী তালাক্বরে ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য ঘর থেকে বরে হওয়া জায়যে আছে। সদ্য বধিবা নারীর মত বরে হওয়া নষিদিধ নয়। কনিতু স্বামীর অনুমতিনা নয়্যে বাসা থেকে বরে হবে না। কেননা সযে এখনও স্বামীর যম্মিতে রয়্যেছে। সাধারণ স্ত্রীগণরে জন্য ভরণপোষণ, বাসস্থান, রাত্রিযাপন ইত্যাদি যযে অধিকারগুলো সাব্যস্ত তার জন্যেও এই অধিকারগুলো সাব্যস্ত এবং সাধারণ স্ত্রীগণরে উপর যযে দায়তিবগুলো রয়্যেছে তার উপরও সযে দায়তিবগুলো রয়্যেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এভাবেই ফতোয়া দতিনে যযে: “যদি কোনে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক্ব বা দুই তালাক্ব দয়ে তাহলে সযে নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বরে হবে না।”[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৪/১৪২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:



“অগ্রগণ্য অভিমত হল: রজেষী তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম তালাক্ব দয়ো হয়নি এমন স্ত্রীর হুকুমের মত। সত তার প্রতবিশৌর বাসায়, আত্মীয়ের বাসায় যতে পারবে কথিবা ওয়াজ বা অন্য কিছু শুনর জন্য মসজদি যতে পারবে। এমন নারীর বধিন সদ্য বধিবা নারীর মত নয়।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বাণী: “তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দবি না এবং তারা নিজরোও যনে বের হয়ে না যায়।” [সূরা আত-তালাক্ব, ৬৫: ১] এখানে বের করে দয়ো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে আলাদা করে দয়ো। অর্থাৎ ঘর ছড়ে আলাদা ঘরে গিয়ে থাকবে না...” [ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থেকে সমাপ্ত]

তনি:

একই দেশে অন্য কোনে বডিগে অনুষ্ঠতি সমেনিরে উপস্থতি হওয়া: এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় য, নারীর অবস্থানস্থল থেকে অন্যত্র সফর করা তাহলে কোনে মাহরামেরে সঙ্গতিব ছাড়া সটে নারীর জন্য বধে নয়।

সহি বুখারী (৩০০৬) ও সহি মুসলমি (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “অবশ্যই অবশ্যই কোনে পুরুষ কোনে নারীর সাথে নভিত্তে একত্রতি হবে না। অবশ্যই অবশ্যই কোনে নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অমুক অমুক জহিদরে অভিযানে নাম লখিয়েছি, কনিতু আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তখন তনি বললনে: তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।”

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।